

বিদেশি বিনিয়োগে ভাটা পুনর্বিনিয়োগই ভরসা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

বিগত সরকারের সময়ে ব্যাপক লুটপাট, আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে দেশের ব্যাংকিং খাতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়ে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে সামগ্রিক অর্থনীতিতে। পরবর্তী সময়ে অন্তর্গতী সরকারের আমলে অব্যবস্থাপনা, নীতিগত অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক সংস্কারে প্রত্যাশিত অগ্রগতির ঘাটতি পরিস্থিিকে আরও জটিল করে তোলে। ফলে ভদ্রর অর্থনীতি, বিনিয়োগে হ্রাসিত এবং ব্যবসায়িক আস্থার সংকটের চ্যালেঞ্জ নিয়েই যাত্রা শুরু করতে হয় বর্তমান সরকারকে। এই পরিস্থিতি থেকে অর্থনীতিতে ঘুরে দাঁড় করাতে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফেরানো এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। তবে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন সরকারের যাত্রা শুরুর পরও বিদেশি বিনিয়োগে প্রত্যাশিত গতি ফেরেনি। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আগের অর্থবছরের তুলনায় নিট বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) কমেছে প্রায় ১৩ শতাংশ। একই সময়ে নতুন বিনিয়োগ বা ইকুইটি মূলধনের প্রবাহ কমেছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। এর মধ্যে এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে আগের প্রান্তিকের তুলনায় নিট এফডিআই কমেছে প্রায় সাড়ে ২১ শতাংশ। একই সময়ে নতুন বিনিয়োগের প্রবাহ কমেছে প্রায় ১ শতাংশ। তবে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় নিট এফডিআই ১৩ শতাংশের মতো বাড়লেও নতুন বিনিয়োগপ্রবাহ কমেছে প্রায় ৫ শতাংশ। অন্যদিকে গত এপ্রিল-জুন প্রান্তিকে পুনর্বিনিয়োগ বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ। আর গত অর্থবছরে বেড়েছে প্রায় ৫৫ শতাংশ। এমনকি অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকেও নতুন বিনিয়োগের প্রবাহে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। এতে স্পষ্ট হচ্ছে, বিদ্যমান বিদেশি

প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে আগ্রহ দেখালেও নতুন বিদেশি পুঁজি আকর্ষণে এখনও বড় ধরনের দুর্বলতা রয়ে গেছে। নিরাপত্তা, নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নীতির ধারাবাহিকতা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের উদ্বেগ দূর করতে না পারলে এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন হবে। ফলে অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগের গতি বাড়াবার প্রচেষ্টার মধ্যে নতুন বিদেশি বিনিয়োগের ঘাটতি পূরণে আপাতত পুরনো বিনিয়োগকারীদের মুনাফা পুনর্বিনিয়োগই বড় ভরসা হয়ে উঠেছে।

গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, শুধু বিনিয়োগ সম্মেলন, প্রচার-প্রচারণা কিংবা কর-সুবিধার ঘোষণা দিয়ে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যাবে না; এসব মৌলিক সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান জরুরি। নিরাপত্তা, জ্বালানি সরবরাহ ও নীতিগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে আগে থেকে বিনিয়োগ করা প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিনিয়োগের পাশাপাশি নতুন বিদেশি মূলধন আসার সম্ভাবনাও বাড়বে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের (বিআইবিএম) অধ্যাপক ড. শাহ মো. আহসান হাবিব আমাদের সময়কে বলেন, বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য তুলনামূলক কম শ্রম ব্যয়, কর-সুবিধা এবং বড় ভোজ্যবাজারের মতো ইতিবাচক দিক রয়েছে। তবে নতুন বিনিয়োগ আসার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের অভাব। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন শুরু করার আগে সেটির নিরাপত্তা, শ্রমিক অসন্তোষের ঝুঁকি এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে উৎপাদন কার্যক্রম সচল রাখার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব



বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে নতুন বিদেশি বিনিয়োগ না বাড়ার পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি কারখানার নিরাপত্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তার অভাব বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। তুলনামূলক কম শ্রম ব্যয়, বড় ভোজ্যবাজার ও বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এসব ইতিবাচক দিক কাজে লাগানো যাচ্ছে না। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শুধু মুনাফার সম্ভাবনাকে নোদেখ না, বরং কারখানার নিরাপত্তা, শ্রমিক অসন্তোষের ঝুঁকি, উৎপাদন সচল রাখার সক্ষমতা এবং নীতির ধারাবাহিকতাও বিবেচনায় নেন। পাশাপাশি ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা, সহজ অনুমোদন প্রক্রিয়া ও বিনিয়োগ থেকে অর্জিত মুনাফা নির্বিঘ্নে স্থানান্তরের নিশ্চয়তাও

দেন। বাংলাদেশে কারখানার নিরাপত্তা ও উৎপাদন পরিবেশ নিয়ে অনিশ্চয়তা পুরোপুরি দূর হয়নি। একইভাবে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করাও বড় চ্যালেঞ্জ। তার মতে, শ্রম ব্যয় ও কর-সুবিধার মতো ইতিবাচক দিক থাকলেও নিরাপত্তা ও জ্বালানি সরবরাহের নিশ্চয়তা না থাকলে নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ কঠিন। এ কারণে দেশে আগে থেকে বিনিয়োগ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা পুনর্বিনিয়োগ হলেও নতুন বিদেশি মূলধন প্রত্যাশিত হারে আসছে না। বাংলাদেশে নতুন বিনিয়োগ বাড়তে হলে প্রথমেই কারখানার নিরাপত্তা, উৎপাদনের স্থিতিশীলতা পরিবেশ এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

সূচকের পতনে কমেছে ডিএসইর লেনদেন

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সম্ভারের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার পুঁজিবাজারে সূচকের পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) লেনদেন কালেও অপর বাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাজার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ডিএসই প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৩৩ পয়েন্ট কমে পাঁচ হাজার ৩৯৯ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অন্য দুই সূচকের মধ্যে শরিয়হ সূচক সাত পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ১০ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১০৫৩ ও ২০৯০ পয়েন্টে অবস্থান করছে। ডিএসইতে ৪১০ কোটি ৫৭ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছে। যা আগের কার্যদিবসের চেয়ে ২০ টাকার লেনদেন কমেছে। আগের দিন ডিএসইতে ৪৩০ কোটি ৭২ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের লেনদেন হয়েছিল। ডিএসইতে ৩৮৪টি কোম্পানি ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের লেনদেন হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৭৪ কোম্পানির, কমেছে ২৫২ এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৫৮টি কোম্পানির শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দর। অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সার্বিক সূচক সিএসইসপিআই ২২ পয়েন্ট কমে ১৪ হাজার ৫৫৮ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে হাত বদল হওয়া ১৬৯ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শেয়ার দর বেড়েছে ৫০টির, কমেছে ৯৭টি এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টির কোম্পানির শেয়ার দর।



পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৩৭ হাজার টাকা করার দাবি

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

সংগৃহীতপোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি ৩৭ হাজার ১২৫ টাকা বা ৩০০ ডলার নির্ধারণের দাবি জানিয়েছে চারটি জোটের ৩৫টি শ্রমিক ফেডারেশন। একই সঙ্গে ২০২৬-২০২৯ মেয়াদে তিন বছরের জন্য নতুন ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন এবং সেখানে প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিকে সদস্য করার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনগুলো। গত সোমবার (২৬ অক্টোবর) সকালে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল করিম মিলনায়তনে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জোট ও শ্রমিক-কর্মচারী একা পরিষদের (ফপ) শীর্ষ নেতা, সাবেক সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ মো. আবু জাফর। লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জোটের সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদেও এ বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১১টি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয় ও মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত

পণ্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন ও ঝুঁকি, কাজের মান, ব্যবসায়িক সক্ষমতা, দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়। এসব মানদণ্ড বিশ্লেষণ করেই ৩৭ হাজার ১২৫ টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি জানানো হয়েছে বলে জানান নেতারা। তারা বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাকশিল্প। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে তৈরি পোশাক খাত থেকে এসেছে ৩৮ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮১ শতাংশ। শ্রমিক নেতাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৩১ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার। তাদের দাবি, এ সময়ে তৈরি পোশাক কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা কমেও রপ্তানি আয় বেড়েছে। ফলে দেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাতের উৎপাদনে সরাসরি যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। সংবাদ সম্মেলনে শ্রমিক নেতারা আরও বলেন, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার হিসাব, বিশেষাধি আয় এবং মালিকানাধীন ওপরের জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনায় নিলে একজন শ্রমিকের পরিবারের মাসিক ব্যয় অনেক বেশি দাঁড়ায়।



এজারকেয়ারে রেনাল রিপ্লসমেন্ট থেরাপি বিষয়ক ৩য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন; শিশুদের অ্যাকিউট কিডনি ইঞ্জুরি (একএআই) ফলে রেনাল রিপ্লসমেন্ট থেরাপি বিষয়ক ৩য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন পিউকিডস ২০২৬' শুরু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি অ্যাসোসিয়েশন (আইপিএনএ) এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব নেফ্রোলজি (আইএসএনএ) অনুমোদিত দুই দিনব্যাপি (২৪-২৫ অক্টোবর) এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে এজারকেয়ার হাসপাতাল ঢাকার পেডিয়াট্রিক নেফ্রোলজি বিভাগ। বাংলাদেশে শিশুদের একেআই একটি মারাত্মক স্বাস্থ্য জটিলতা হলেও এর গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি। ডায়ালিস, সেপসিস (রক্তে সংক্রমণজনিত জটিলতা), নিউমোনিয়া, কিডনির জগ্নাগত ত্রুটি, কিডনির জন্য ক্ষতিকর (নেফ্রোটক্সিক) ওষুধের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে মূলত শিশুদের একেআই হতে পারে। দ্রুত শনাক্ত ও সময়মতো চিকিৎসা না হলে কিডনির দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি, ক্রনিক কিডনি রোগ, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে। রোগ নির্ণয় না হলে বা দেরিতে হলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি প্রতিরোধযোগ্য। শিশুর শরীরে পর্যাপ্ত পানি বা তরল সরবরাহ নিশ্চিত করা, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখা, কিডনির জন্য ক্ষতিকর ওষুধ এড়িয়ে চলা এবং ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের কিডনির কার্যক্ষমতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা ইত্যাদি মেনে চললে ঝুঁকি অনেক কমে আসে। -বিজ্ঞপ্তি



মিডল্যান্ড ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির ২০০তম সভা অনুষ্ঠিত; মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী কমিটির ২০০তম সভা গত ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান রেজাউল করিম। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উদ্যোক্তা পরিচালক ও নির্বাহী কমিটির সদস্য মাস্টার আবুল কাশেম। উপস্থিত ছিলেন মিডল্যান্ড ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমতিয়াজ ইউ আহমেদ, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ রিস্ক অফিসার মো. জাহিদ হোসেন এবং উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ও চিফ টেকনোলজি অফিসার মো. নাজমুল হুদা সরকার। সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও পরিচালনাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রমের উন্নয়ন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ওপর গুরুত্বোপায় করা হয়। নির্বাহী কমিটির ২০০তম সভাকে ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন, পরিচালনগত উৎকর্ষ বজায় রাখা এবং টেকসই অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। -বিজ্ঞপ্তি



আন্তর্জাতিক সড়ক নিরাপত্তা দিবসে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাবের সচেতনতামূলক কার্যক্রম; রাপাত দিবস উপলক্ষে সারা দেশে একযোগে সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাব (ওয়াইআরসি)। গত ২৬ অক্টোবর আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ক্লাবটির ৮৪টি গ্রুপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। কর্মসূচি অংশ হিসেবে ইয়ামাহা রাইডার্স ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন। একই সঙ্গে তারা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শনের মাধ্যমে মোটরসাইকেল আরোহী, গণপরিবহন চালক ও পথচারীসহ সাধারণ মানুষের কাছে নিরাপদ সড়কের বার্তা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসাসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সড়কে স্পিড ব্রেকার রং করা হয়। ওয়াইআরসির সদস্যরা এই উদ্যোগ নেন, যেন চালকরা দুর্ঘটনাসহিত সড়ক ব্রেকারগুলো সহজে দেখতে পান। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে ট্রাফিক আইন মেনে চলা, হেলমেট ব্যবহার করা, নিয়ন্ত্রিত গতিতে গাড়ি চালানো এবং দায়িত্বশীলভাবে সড়ক ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। -বিজ্ঞপ্তি

ক্ষুদ্র পোশাক কারখানায় বরগুনার উপকূলে নতুন সম্ভাবনা

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

উপকূলীয় জেলা বরগুনার বেতাগীতে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র পোশাক কারখানা খুলে দিয়েছে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন স্বার। স্থানীয় উদ্যোক্তার নিজস্ব উদ্যোগ ও পুঞ্জিত প্রতিষ্ঠিত এ কারখানায় কাজের সুযোগ পাচ্ছে গ্রামীণ নারী ও তরুণেরা। এতে একদিকে নারীদের স্বাবলম্বি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে স্থানীয় বাজার ও গ্রামীণ অর্থনীতিও চাড়া হচ্ছে। কৃষিনির্ভর এ জনপদে উল্লেখযোগ্য শিক্ষাঙ্গণ না থাকাই কাজের সন্ধানে একসময় রাজধানী ঢাকা, সাভার, গাজীপুর কিংবা চট্টগ্রামের মতো শিল্পাঞ্চলে পাড়ি জমাভেনে স্থানীয়রা। তবে সেই ভিত বদলাতে শুরু করলো। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে বুড়ামজুদার ইউনিয়নের কাজীর হাটের তৃণতলা এলাকায় গড়ে উঠেছে 'গ্রিন লিভ ফ্যাশন' নামের ক্ষুদ্র পোশাক কারখানা। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে কারখানাটি এখন অনেকের কাছে আয়ের নতুন উৎস হয়ে উঠেছে। স্থানীয়দের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ২০টি সেলাই মেশিন দিয়ে কারখানারটির যাত্রা শুরু হলেও চলতি বছর থেকে এর ইতিবাচক প্রভাব আরও স্পষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় নারী ও তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হওয়ায় পরিবারগুলোতে ফিরছে আর্থিক স্বচ্ছলতার সম্ভাবনা। কারখানা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এখানে বর্তমানে ২৫ জন পোশাকশ্রমিক কাজ করছেন। তাদের বড় একটি অংশ নারী। তাদের মধ্যে রয়েছেন বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত ও প্রতিবন্ধী নারীও। একসময় ঘরে বসে থাকা এসব নারী এখন সেলাই, কাটিং ও প্যাকিংয়ের কাজ শিখে নিয়মিত আয় করছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ক্ষুদ্র এ কারখানাকে ঘিরে কর্মীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে নতুন উদ্দীপনা। বাড়ির কাছেই কাজের সুযোগ পাওয়ায় তাদের আর দূরের শিক্ষাঙ্গণে গিয়ে চাকরি খুঁজতে হচ্ছে না। নিয়মিত আয় পরিবারের দৈনন্দিন ব্যয়

মোটানোর পাশাপাশি তাদের আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জনে সহায়তা করেছে। কারখানায় কর্মরত রোকসানা আক্তার বলেন, গ্রামীণ অনেক নারী পারিবারিক ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে ঢাকা, গাজীপুর কিংবা চট্টগ্রামের মতো শিল্পাঞ্চলে গিয়ে কাজ করতে পারেন না। এখন বাড়ির কাছেই কাজের সুযোগ পাওয়ায় তারা স্বাচ্ছন্দ্যে আয় করতে পারছেন। শুধু কর্মসংস্থানই নয়, কারখানারটির প্রভাবে স্থানীয় বাজারেও বাড়ছে কেনাবেচা। পোশাক তৈরির কাঁচামাল, সুতা ও রোতাম আপাতত ঢাকা থেকে সরবরাহ করা হলেও শ্রমিকদের দৈনন্দিন কল্যাণের জন্য এলাকার মুদি দোকানসহ বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে লেনদেন বাড়ছে। কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), বেতাগী উপজেলা শাখার সভাপতি সহকারী অধ্যাপক আবুল বাসার খান বলেন, উৎপাদিত পোশাক বড় শহর কিংবা বাজারে বিপণনের জন্য উন্নত ব্যবস্থা না থাকায় বড় পরিসরে ব্যবসা গড়ে তোলা কঠিন। তবে কম খরচে পোশাক উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী শাস্ত্রীয় মূল্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে কম আয়ের মানুষ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় পোশাক কিনতে পারছেন। বেতাগী পৌর শহর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আ. আজিজ হাওলাদার বলেন, ঈদ, পূজা, বড়দিনসহ বিভিন্ন

উৎসবকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাজারে এ কারখানায় তৈরি পোশাকের চাহিদা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য আরও সম্প্রসারিত হতে পারে। কারখানায় কর্মরত শ্রমিক করুণা গ্রামের বাসিন্দা তানিয়া বেগম বলেন, এই ক্ষুদ্র কারখানাটি আমার মতো অসহায় গ্রামীণ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এখন বাড়ির কাছেই কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারছি। এতে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়ছে, পাশাপাশি নিজেরও ভালো লাগছে। একই কারখানায় কর্মরত স্থানীয় যুবক এইচ এম মনিরুল ইসলাম মনে করেন, তরুণদের জন্য এ উদ্যোগ আরও নতুন উৎস হয়ে উঠেছে। বড় শহরের গার্মেন্টসে কাজের জন্য না গিয়ে নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ায় গ্রামীণ যুবকদের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতাও কমেতে পারে। ক্ষুদ্র এ পোশাক কারখানার উদ্যোক্তা মো. দেলোয়ার হোসেন বলেন, সরকার-সেবসরকারি ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা পাওয়া গেলে কারখানাটিকে আরও বড় পরিসরে সম্প্রসারণ করা সম্ভব। ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়িয়ে আরও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। বরগুনা উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিক ইসলাম স্বপ্ন বলেন, ক্ষুদ্র পোশাকশিল্পের বিকাশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, আর্থনিক সেলাই ও ডিজাইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে ঋণ এবং যথাযথ পট্টাবসরকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এসব সহায়তা পাওয়া গেলে স্থানীয় উদ্যোক্তারা উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি বৃহত্তর বাজারেও প্রবেশ করতে পারবেন। এ বিষয়ে বেতাগী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহ. সাদ্দাম হোসেন বলেন, ঘরের কাজ সামলে গ্রামীণ নারীরা বাড়ির কাছেই সম্মানজনক আয়ের সুযোগ পেলে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে। এক্ষেত্রে কাজে কাজের সন্ধান মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে। এতে তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়নের পথ সুগম হয়।

বিদেশি ঋণ পরিশোধ বৃদ্ধি পেয়েছে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিদেশি ঋণ ও সুদ পরিশোধে বাংলাদেশের সার্বিক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০৫ কোটি ১২ লাখ মার্কিন ডলারে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রান্তিক প্রতিবেদনে এই ত্রিভুজ এসেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত অর্থবছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে বিদেশি ঋণ পরিশোধের মোট পরিমাণ প্রায় পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঋণের কিস্তির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতা। ইআরডি জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বিদেশি ঋণের আসল অর্থ পরিশোধে বাবদ বাংলাদেশে ব্যয় করেছে প্রায় ৮৫ কোটি ৮৯ লাখ ডলার। যেখানে গত অর্থবছরের ঠিক একই সময়ে আসল বাবদ পরিশোধ করা হয়েছিল প্রায় ৮১ কোটি ৭০ লাখ ডলার। অন্যদিকে, কেবল সুদ পরিশোধের খাতেই এই অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বাংলাদেশকে গুণতে হয়েছে প্রায় ৪৯ কোটি ২৩ লাখ ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের সাড়ে ৪৬ কোটি ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি। বিপরীতভাবে, বিদেশি ঋণের দায় পরিশোধের এই বাড়তি চাপের মধ্যেই উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে প্রকৃত বিদেশি সহায়তা ও ঋণ ছাড়ের পরিমাণ আগের বছরের চেয়ে অনেকটাই কমে এসেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে মোট বিদেশি সহায়তা ছাড় হয়েছে মাত্র ৬৬ কোটি ২৩ লাখ ডলার। অথচ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ঠিক একই সময়ে সহায়তার এই ছাড়ের পরিমাণ ছিল ১১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলারেরও বেশি। এবারের মোট ছাড়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি ১৭ লাখ ডলারে এবং অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে ২২ কোটি ৫ লাখ ডলারের কিছু বেশি অর্থ। তবে দেশের বৈদেশিক সহায়তার সার্বিক চিত্রে আশার আলো দেখাচ্ছে নতুন ঋণের প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পাওয়া। ইআরডি প্রদত্ত তথ্যে বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বিশ্বব্যাংক, এডিভিসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী বাংলাদেশের জন্য সর্বমোট ১৭৭ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে যেখানে প্রতিশ্রুতির পরিমাণ ছিল মাত্র ৯১ কোটি ৬ লাখ ডলার, সে হিসেবে এক বছরের ব্যবধানে এই সহায়তার প্রতিশ্রুতি বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৪০ শতাংশ। মোট প্রতিশ্রুতি অর্থের মধ্যে ঋণের প্রস্তাব রয়েছে ১১৪ কোটি ৮০ লাখ ডলারের এবং অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে ২২ কোটি ৫৪ লাখ ডলার।

শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতন লেনদেনে তলানিতে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

দুর্গাপজার লম্বা ছুটি শেষে দেশের শেয়ারবাজারে টানা দরপতন দেখা গিয়েছে। সম্ভারের দ্বিতীয় কার্যদিবস গতকাল সোমবার (২৬ অক্টোবর) শেয়ারবাজারে ঢালাও দরপতনের সঙ্গে কমেছে লেনদেনের গতি। এর মাধ্যমে ছুটির পর লেনদেনে হওয়া দুই কার্যদিবসেই শেয়ারবাজারে পতন হলো প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) ব্যাংক, রিমাংস সব খাতের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ও মিউচুয়াল ফান্ডের দাম কমেছে। ফলে মূল্যসূচকের মোটামুটি বড় পতন হয়েছে। একই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। অন্য শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জেও (সিএসই) বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমার পাশাপাশি কমেছে মূল্যসূচক। মূল্যসূচক কমেলেও এই বাজারটিতে লেনদেনের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে। এর আগে ছুটি শুরু হওয়ার আগের কার্যদিবস ১৯ অক্টোবর শেয়ারবাজারে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মেলে। অবশ্য তার আগে বাজারে অনেকটাই টানা দরপতন হয়। গত ২০ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত শেয়ারবাজারে লেনদেনে হওয়া লম্বা ছুটি শেষে রোববার (২৫ অক্টোবর) থেকে আবার লেনদেন শুরু হয়েছে। ছুটির পর প্রথম কার্যদিবস রোববার শেয়ারবাজারে এক প্রকার ঢালাও দরপাতন হলেও বেশিরভাগ ব্যাংকের শেয়ার দাম বাড়ে। ফলে বড় পতনের হাত থেকে রক্ষা পায় সূচক এবং পরিস্থিতিতে সোমবার ডিএসইতে লেনদেনে শুরু হওয়ার আশ সময়ের মধ্যেই দাম কমার তালিকায় চলে আসে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান। ফলে লেনদেনের শুরু দিকেই সূচক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। লেনদেনের শেষদিকে দরপতনের মাত্রা আরও বাড়ে। ফলে ঢালাও দরপতন দিয়েই দিনের লেনদেন শেষ

হয় দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে ৭৪টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাবার তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিপরীতে ২৫টির প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। ছুটির ৫৮টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এদিকে, ভালো কোম্পানি বা ১০ শতাংশ অথবা তার বেশি লভ্যাংশ দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩১টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ১০৯টির দাম কমেছে এবং ২২টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। মাঝারি মানের বা ১০



শতাংশের কম লভ্যাংশ দেওয়া ১৩টি কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে ৫২টির দাম কমেছে এবং ৬৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ না দেওয়ার কারণে 'জেড' গ্রুপে স্থান হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৩০টির শেয়ারের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৬৩টির এবং ৩০টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। এছাড়া ২টি মিউচুয়াল ফান্ডের দাম বাড়ার বিপরীতে ১৮টির দাম কমেছে এবং ১১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম কমার তালিকা বড় হওয়ায় ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ৩০ পয়েন্ট কমে ৫ হাজার ৩৯৯ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে।